সাতদিন

১৫ আগস্ট : ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় কাদিয়ানী সম্প্রদায়-ভুক্ত একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে ১ জন আহত।

শোকবিধুর পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সর্বস্তরের মানুষ।

১৬ আগস্ট : চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষে ৩ পুলিশ অফিসারসহ ১০ জন আহত।

১৭ আগস্ট : মুন্সিগঞ্জ ছাড়া দেশের ৬৩ জেলায় পাঁচ শতাধিক বোমা হামলা। এ ঘটনায় ২ জন নিহত ও পাঁচশতাধিক মানুষ আহত হয়।

১৮ আগস্ট : জামাআতুল মুজাহিদীনের গ্রেপ্তারকৃত দুই সদস্য দেশ জুড়ে বোমা হামলার দায় স্বীকার করেছে।

খালেদা জিয়া ও চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়ারাওয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ছয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৯ আগস্ট : একে-৪৭ বিক্রির সময় ২ পুলিশ সার্জেন্টসহ ৪জনকে র‌্যাব গ্রেপ্তার করেছে।

বোমা হামলা ঘটনায় জড়িত অভিযোগে আরো গ্রেপ্তার করেছে ১৪জন।

২০ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

২১ আগস্ট : দুর্নীতি বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে সহায়তা বন্ধের কথা বলেছেন বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট।

দৌলতপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ জন বাংলাদেশী নিহত।

রক্তাক্ত ২১ আগস্ট সুরাহা করল না সরকার

২১ আগস্ট জাতীয় ইতিহাসের বেদনাময় দিন। ১৯৭৫ সালের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে এই গ্রেনেড হামলাকে তুলনা করা যায়। অপ্রিয় হলেও সত্য, সরকার ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার গ্রহণযোগ্য তদন্ত জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রেনেড হামলার মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও সিনিয়র নেতৃবৃন্দ। অর্থাৎ এই হামলার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। এই হামলায় ২৪ জন নিহত এবং আহত ৩৫০ জন। কোনো সন্দেহ নেই, ১৫ আগস্টের কালো রাতের অন্ধকারে আতাতায়ীরা কমান্ডো স্টাইলে যে ধরনের হত্যাযজ্ঞ নিশ্চিত করেছিল, ঠিক সে ভাবেই আরেক আগস্টে তারা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। ২১ আগস্টের ভয়াবহ হামলার ঘটনা তদন্ত প্রক্রিয়ায় যে ধরনের গুরুত্ব ও স্বচ্ছতা আসা প্রয়োজন ছিল তা হয় নি। বরং সরকার নির্লজ্জভাবে হামলার দায়-দায়িত্ব আওয়ামী লীগের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের শুধু হয়রানি করার জন্য গ্রেপ্তার করে। চিহ্নিত সন্ত্রাসী আরমান, জর্জমিয়াকে গ্রেপ্তার করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিয়ে প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ করে। ঘটনাটি হত্যা প্রচেষ্টার রাজনৈতিক ইতিহাসে ন্যাক্কারজনক! কিন্তু সরকার গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করেনি। যে টুকু করেছে তা দেখে মনে হয়েছে তদন্ত এখন গোলকধাঁধায় আটকা পড়েছে।

আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো ঘটনা ঘটলে একদল অপরদলকে দোষারোপ করে। ফলে ঘটনার মূল নায়করা আড়ালেই থেকে যায়। ২১ আগস্টের ঘটনা প্রচলিত রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়। এর পেছনে জড়িত ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু মানুষ। যারা নির্বিঘ্নে এসব ঘটনা ঘটায়। এরা কারা, এদের কেই খুঁজে বের করতে হবে। ২১ আগস্টের গোলকধাঁধা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ঘাতকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। ঘৃণ্য এ হামলার নেপথ্যের নায়কদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে সন্দেহ প্রবল n‡”Q Av‡`Š i³v³ 21 AvM‡÷i mô I wbi‡c¶ Z`š n‡e wK?

সন্ত্রাসী নয় আতঙ্ক এখন পুলিশ

চট্টগ্রামের দশ ট্রাক অস্ত্র থেকে দুটি একে-৪৭ গায়েব করেছিল পুলিশ সার্জেন্ট হেলাল উদ্দিন ও আলাদা উদ্দিন। কী ভয়াবহ ব্যাপার! আরো ভয়াবহ হলো, সেই অস্ত্র দুটি বিক্রি করেছে জামায়াতের সন্ত্রাসীদের কাছে। এ ঘটনা থেকে একটা বিষয় প্রমাণ হয় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কী ভয়ঙ্কর অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনের এহেন অন্যায় দিনকে দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গত ৩ আগস্ট চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকার ব্যবসায়ী আব্দুল রবিকের ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই করে এএসআই বশির মাহমদ, সিপাহি আলাউদ্দিন, আনসার সদস্য

পুলিশের হাতে নারী ধর্ষণ, অস্ত্র লুট, টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর নিছক 'বিচ্ছিন্ন' বলার অবকাশ আছে কী?

আব্দুস সাত্তার ও নূরুল ইসলাম। এছাড়াও গত ৭ আগস্ট ছিনতাইয়ের দায়ে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতে হাজির করে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়। এর কিছুদিন আগে রাজধানীর শ্যামপুর বাজারে চালব্যবসায়ী আয়নাল হকের কাছ থেকে তিন লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গণধোলাইয়ের কবলে পড়েছে দুই পুলিশ কনস্টেবল জাহাঙ্গীর ও ইকরামুল। গুরুতর আহত অবস্থায় শ্যামপুর থানা পুলিশ এদের উদ্ধার করে। এদের সঙ্গে ছিল আরো চার পুলিশ সদস্য যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পালিয়ে যাওয়া পুলিশ সদস্যরা হলো নায়েক জালাল, কনস্টেবল হাসিবুল, শফিকুল ও বাবলু ওরফে বাবুল।

পুলিশ বাহিনীর এ ঘটনাগুলোকে প্রশাসন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিতে চাইছে। তারা বলছে, এগুলো নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আদতে এগুলো কি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা? পুলিশের হাতে নারী ধর্ষণ, অস্ত্র লুট, টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর নিছক 'বিচ্ছিন্ন' বলার অবকাশ আছে কী? হিসে দাঁড়িয়েছে এটাই বলা সঙ্গত হবে যে, সন্ত্রাসীদের চেয়ে বর্তমান পুলিশই জনসাধারণের কাছে বেশি আতঙ্কের কারণ।

মঈন শামীম

প্রতিবাদ এবং প্রতিবেদকের বক্তব্য

সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত ১২ আগস্ট ২০০৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে 'হাজারী নেই, ছায়া আছে, আছে সন্ত্রাস' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের ৪০ পৃষ্ঠায় 'কয়লা বিক্রেতা আলাউদ্দিন টাইগার থেকে লায়ন' উপ-শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এ সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ব্যবসায়িক সফলতায় কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কিংবা মহল ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে অনুরূপ মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। বৈধ পারমিট এবং অন্যান্য সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে যে কেউ, যে কোনো প্রকার পরিবহন ব্যবসা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে কারো বাধা দেয়ার কোন এখতিয়ার নেই এবং এ ধরনের কোনো নজিরও নেই। ফলে অন্য কেউ পরিবহন ব্যবসা করতে পারে না মর্মে ছাপানো সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রতিবেদনের এক জায়গায় ফেনীতে প্রশাসন ও র‍্যাব নিজের লোক দাবি করা সংক্রান্ত সংবাদটিও মিথ্যা। প্রতিবেদনের শেষাংশ আমাকে ৮-১০টি হত্যা ও চাঁদাবাজি মামলার আসামি বলা হয়েছে, যা আদৌ সত্য নয়। বর্তমানে আমার বিরুদ্ধে অনুরূপ মামলা তো দূরের কথা জিডিও কোনো থানায় নেই। ফেনী চেম্বারের সভাপতি হওয়ার জন্য টাকা খরচ করে সদস্য বানানো ইত্যাদির কোনো ভিত্তি নেই। যেহেতু ফেনীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত, ফেনীর ব্যবসায়ী মহল চাইলে অবশ্যই চেম্বারের সভাপতি হওয়া দোষের কিছু নয়।

- আলহাজ্ব আলাউদ্দিন

প্রতিবেদকের বক্তব্য : প্রশাসন ও র‍্যাবের বিষয়টি প্রতিবেদকের নিজের বক্তব্য নয়, শহীদ উল্লাহর অভিযোগ উদ্ধৃত করা হয়েছে। মামলা এবং গ্রেপ্তারের বিষয়টি তার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবেদনে ছাপা হয়েছে। কিছুদিন আগে করা জিডির কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

সংশোধনী

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৫ আগস্ট সংখ্যায় কামাল মজুমদারের ছেলে জুয়েলের হাতে নিহত ইফতেখার আহমেদ শীপুর স্ত্রী ইলার বিয়েবিষয়ক প্রকাশিত তথ্য সঠিক নয়। শীপু নিহত হওয়ার পর তিনি এখন পর্যন্ত বিয়ে করেননি। ইলা দুই সন্তানসহ এখনো বিধবা জীবনযাপন করছেন।

প্রকাশিত ভুল তথ্যের জন্য আমরা দুঃখিত।

বি. স.

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¢"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

মংলা বন্দর এখন অচল

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মংলায় এখন চরম দুর্দিন চলছে। ১১ মাফিয়ার ছোবল, সরকারের অবহেলা, ভুল পরিকল্পনা আর দূরদর্শিতার অভাবে পঞ্চান্ন বছরের পুরনো, সম্ভাবনাময় সমুদ্রবন্দরটি বর্তমানে বন্ধ হতে চলেছে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, মংলা বন্দরের সমস্যা প্রচুর। একটি আধুনিক সমুদ্রবন্দর গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা এ বন্দরে নেই। স্বয়ংক্রিয় বাতিঘর, আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন ও সড়ক যোগাযোগ সুবিধা, বহুমুখী জেটি ও আইসিডি, গভীর সমুদ্রে নোঙরের সুবিধা- এসবের কোনোটিই নেই মংলায়।

আরো কিছু সংকট রয়েছে মংলা সমুদ্রবন্দরে। সিবিএ নামধারী গডফাদারদের সর্বগ্রাসী থাবা, গভীর সমুদ্রে অব্যাহত দস্যুতা, মারাত্মক অব্যবস্থাপনা, জেটি, ট্রানজিট শেড, কন্টেইনার ইয়ার্ড অ্যাংকরেজ মুরিং, ওয়্যারহাউস, টনপ্রতি পণ্য খালাসের বাড়তি হার, বন্দর কর্তৃপক্ষের অবহেলা পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে দীর্ঘসূত্রতাসহ বিভিন্ন সংকট মংলা বন্দরকে দিনে দিনে অব্যবহার্য করে তুলেছে। এসব সমস্যার কারণে বিদেশী জাহাজগুলো আজকাল সহজে মংলায় ভিড়তে চায় না।

অপরদিকে মংলা বন্দরের সম্ভাবনাও কম নয়। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন প্রাকৃতিক ঢাল হয়ে মংলা বন্দরকে সামুদ্রিক ঝড় ও উপকূলীয় স্রোতের আঘাত থেকে রক্ষা করছে। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে মংলা বন্দরের দূরত্ব মাত্র ৯০ কি. মি যা ঢাকা-চট্টগ্রাম দূরত্বের তুলনায় অনেক কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, মংলা বন্দরের মাত্র ৬০ কি. মি. দূরবর্তী আকরাম পয়েন্টে প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠিত হলে তা চট্টগ্রামের মহেশখালী চ্যানেলের চেয়ে অধিক লাভজনক হবে। নোঙর করা জাহাজের সংখ্যায়ও মংলার সুবিধা চট্টগ্রাম বন্দরের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু মুমূর্ষু মংলা বন্দরকে বাঁচাতে ১১ মাফিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাসহ বন্দরে কর্মরত ডক শ্রমিকের সংখ্যা ৪ হাজার থেকে কমিয়ে ১ হাজার ২০০ জন করার জন্য সরকারের কাছে ১২ কোটি টাকা চেয়েছিল বন্দর কর্তৃপক্ষ। গত সাড়ে তিন বছরেও তা জোটেনি। নিয়মিত ড্রেজিং না করানোয় পশুর চ্যানেলে বড় জাহাজ ঢুকতে পারছে না। বন্দর এলাকায় একটি ইপিজেড তৈরি করার দাবি থাকলেও হচ্ছে না। বন্দরের অদূরে ফয়লায় একটি ছোট এয়ারপোর্ট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থাকলেও আজো তা বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে শত আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে আজো মংলা বন্দরকে আধুনিকায়ন করা যায়নি। বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলো ঘন ঘন হরতাল-ধর্মঘট ডেকে অচল মংলাকে আরো অচল করে দিচ্ছে।

শুভ্র শচীন, খুলনা থেকে

বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি বিরোধী জোটের সমাবেশ

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরে আসার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি বিরোধী জোট একটি বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে ২২ আগস্ট মুক্তাঙ্গনে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সুপ্র'র যুগ্ম সচিব এএইচএম বজলুর রহমান, ভয়েস-এর নির্বাহী পরিচালক আহমেদ স্বপন মাহমুদ, কৃষক নেতা জায়েদ ইকবাল খান, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেত্রী শামীমা নাসরিন। সমাবেশ পরিচালনা করেন জোটের জাতীয় সমন্বয়কারী আমিনুর রসুল বাবুল।

বক্তারা সমাবেশে বলেন, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে যেখানে প্রয়োজন কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠা সেখানে ঢালাও বেসরকারিকরণ আর বিদেশী পণ্যের আমদানি উদারীকরণই হলো বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বব্যাংকের নির্দেশনা। যার ফল সরাসরি দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন।

বক্তারা আরো বলেন, ঘানাতে বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে পানি প্রাইভেটাইজেশন করা হয়েছে। ফলে সেখানকার গরিব মানুষরা একবেলা করে না খেয়ে থাকছে, যাতে তাদের সন্তানরা অন্তত খাবার পানি কিনে খেতে পারে। বাংলাদেশে আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেয়া, কমিউনিটি ক্লিনিকের নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় করে বাংলাদেশের জনগণের কাঁধে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া সবই দারিদ্র্য বিমোচন বা তথাকথিত উন্নয়নের বিপরীত দিকে গেছে।

প্রতিবাদ

আপনার পত্রিকায় 'আল বাইয়্যিনাতের ফতোয়াবাজি' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব কিবলা সম্পর্কে অসত্য, অনভিপ্রেত, অশালীন মন্তব্য করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

শিরোনাম দেয়া হয়েছে, 'রাজারবাগের আল বাইয়্যিনাত পরীরের ফতোয়াবাজি।' আল বাইয়্যিনাতের পীর বলা দুরভিসন্ধিমূলক। আল বাইয়্যিনাত একটি মাসিক পত্রিকা। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানেও 'আল বাইয়্যিনাতের পীর' শব্দটি সংযোজন কতটুকু অসঙ্গতি প্রকাশ করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর পরে বলা হয়েছে,.... 'পীরের ফতোয়াবাজি'।

রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব কিবলা মনগড়া বা নিজস্ব বানানো কোনো ফতোয়া দেন না।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, 'তার লিখিত পুস্তকগুলোর ভাষা দিয়ে রুচি ও জ্ঞানের দৌরাত্ম্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।'

অথচ প্রতিবেদক যে বইয়ের উদ্ধৃতি কাট-ছাঁট করে সংযোজন করেছেন তার লেখক আদৌ হযরত পীর সাহেব কিবলা নন।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : প্রতিবাদলিপির প্যাডটি হচ্ছে আঞ্জুমানে আল-বাইয়্যিনাত, বাংলাদেশ। মূলত এই পীরের সংগঠনটিরই নাম হচ্ছে আঞ্জুমানে আল বাইয়্যিনাত।

দেশের প্রায় সর্বস্তরের আলেমগণ বলেন, এ পীরের ধর্মজ্ঞান খুব সামান্য। তিনি মনগড়া ফতোয়া দেন। তার লিখিত বই-পুস্তকের ভাষা দিয়েই তার জ্ঞানের দৈরাত্ম্য বোঝা যায়।

যে বই থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা পীরের লেখা বই নয়। কিন্তু বইটির কাভারে, প্রথম, চতুর্থ এবং পঞ্চম পৃষ্ঠাজুড়ে এ পীরের নামই লেখা আছে। (যে সব জায়গায় লেখকের নাম থাকে) তিনি ছাড়া অন্য কোনো লোকের নাম নেই।